FEB 14 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ... 2

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুই বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ৭ ভাগ। এক-দেড় দশক আগেও যেখানে দেশের শিক্ষিতের হার ছিলো অনেক কম এখন সেখানে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। ৬২ ভাগ মানুষ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তারা অন্তত লিখতে পড়তে পারে, নাম লিখতে পারে। আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের সব মানুষ লিখতে পড়তে পারবে। সেই লক্ষ্যে সার্বজনীন শিক্ষা ও সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে দেশে। পিতা-মাতা ও অভিভাবকেরা এখন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ও মনোযোগী। মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে, তারা ঘরে থাকবে, ঘর-সংসারের কাজ করবে, লেখাপড়ায় তাদের দরকার কী– এই মনোভাব বহুলাংশেই দূর হয়েছে। এখন ছেলেদের মতোই পিতা-মাতা ও অভিভাবকেরা মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতিও সমান আগ্রহী। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের বৈষম্য দূর হচ্ছে। এই ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে ছেলেদের মতোই মেয়েদেরও শিক্ষা লাভ সমান জরুরী। তাই ছেলেদের যেমন লেখাপড়া শিখতে হবে তেমনি মেয়েদেরও লেখাপড়া শিখতে হবে। মেয়েদের সেই অল্প বয়স থেকেই ঘরে আটকে রেখে গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দূর হচ্ছে। এটি আশার কথা এবং একে সমাজের অগ্রগতি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সমাজ কখনোই পিছিয়ে যায় না, এগিয়ে যায়। বাধা ও প্রতিকূলতা যতোই থাক সমাজ সব সময়ই এগিয়ে চলার দিকে। এভাবে কতো বাধাই সে কাটিয়ে উঠেছে নিজেরই অদম্য শক্তিতে। সমাজের এই চলমানতার নামই বোধহয় আধুনিকতা। অনেক সময় আমরা নিজেরাও হয়তো বুঝতে পারি না সমাজ কতোটা আধুনিক হয়ে উঠেছে। মেয়েরা যেমন শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে, ছেলেদের মতোই বিদ্যালয়গুলোতে বাড়ছে মেয়েদের সংখ্যা, তেমনি বিভিন্ন কাজেও তারা অংশগ্রহণ করছে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি বড়ো অগ্রগতি। মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মজীবন থেকে দূরে রেখে দেশ ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। সময়ের বিবর্তনে আমাদের সমাজেও এই চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে এবং সচেতনতাও সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির ধারায় নারী শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরে স্কুলগুলোতে এখন ছেলেমেয়ের সংখ্যা সমান সমান। এ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণেরই প্রমাণ মেলে। কয়েক বছর আগেও অবস্থা ছিলো অন্য রকম। মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে ছিলো অনাগ্রহ। এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের সংস্কার ছিলো। সেই বাধা এখন অনেক কেটে যাচ্ছে। এই অবস্থা কেবল শহর বা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষও এখন মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহী। মেয়েরা তাই এখন আর ঘরে বসে বসে ঘরের কাজ করে না, তারাও স্কুলে যায়। আর এই অবস্থা গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত না হলে সারাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণ এখন সমান সমান হতে পারতো না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাসাম্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের সব মানুষ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠবে। শিক্ষায় পিছিয়ে থেকে কোনো দেশ বা সমাজের পক্ষেই উন্নতি বা সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এ যুগে উন্নতির একটি বড়ো শর্তই হচ্ছে শিক্ষা। যারা যতো শিক্ষিত তারাই ততো উন্নত। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। তাই উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। এখন উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকটাই বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর। এক্ষেত্রে মেধা ও দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। আর এই দক্ষতা অর্জন করতে হলে শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার বিকাশকে উপেক্ষা করে তাই কোনোমতেই উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যুগের পর যুগ ধরে পিছিয়ে আছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই পশ্চাদপদতাই আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ। তাই দারিদ্র্য দূর করতে হলেও প্রয়োজন শিক্ষা। সমাজে কম-বেশি এই সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে, এটি শুভ লক্ষণ।

এ কথা সত্য যে কেবল সাক্ষরতা কিংবা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিই শিক্ষার পরিচয় নয়, শিক্ষা বলতে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানার্জনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এখনো আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশে বা সমাজে প্রকৃত শিক্ষিত লোক তৈরি না হলে সমাজের উন্নতি আশা করা যায় না। এজন্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও মানবিক, উদার ও সংস্কারমুক্ত শিক্ষার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা বিশেষভাবে কাম্য। বিজ্ঞান দৃষ্টি ও বিজ্ঞান চেতনা ব্যতীত সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ যুগ হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে কুসংস্কার, অন্ধতা ও গোঁড়ামির কোনো স্থান নেই। কূপমন্ডুকতা সমাজকে কেবল পিছনের দিকেই টেনে নিবে। সেজন্য শিক্ষার লক্ষ্যই হতে হবে বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা ও আধুনিকতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ সমাজের নানা ক্ষেত্রে নানা অসংগতি ও অস্থিরতা। প্রকৃত শিক্ষাই সমাজের এই অস্থিরতা দূর করতে পারে। এজন্য নিয়ত অনুসন্ধান ও চর্চা প্রয়োজন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি ও মননচর্চা আজ ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আমরা শুধু পিছিয়েই পড়বো। সেজন্যই আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পৃথিবীতে নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে। এসব নতুন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমাদেরও পরিচিত হয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে থেমে থাকার কোনো অবকাশ নেই। অনেক ক্ষেত্রে আজকের চিন্তা আগামীকাল মনে হচ্ছে বাসি ও পুরাতন। জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা জগতের এই বিকাশমান ধারার সঙ্গে আমাদের নিজেদের যুক্ত করতে হবে। না হলে আমরা নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বো।

পৃথিবীতে আজ কতো রকমের ধারণা ও চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে যার হদিস রাখাই প্রায় এক দুরূহ ব্যাপার। ইকোলজি, ইকো কেমিনিজম, ইনস্টলেশন, ওরিয়েন্টালিজম এমনি বহু বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চা হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যে কতো পিছিয়ে আছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'Ideas' নামে একটি বিদেশী' বই কতো সুন্দর ও নিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছে এই ধরনের বহু ভাবনা ও দর্শন চিন্তা। এই যদি ওরিয়েন্টালিজমের কথাই ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিগত কয়েক দশকের গভীর চর্চায় ওরিয়েন্টালিজমের ধারণা ও ব্যঞ্জনাই প্রায় পাল্টে গেছে। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত উইলিয়াম জোনসের ব্যক্তিত্ব, আরো অন্যান্য কর্মকান্ড ও জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে ওরিয়েন্টালিজম শব্দটি ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে ফরাসী শিল্প আন্দোলন এবং ব্রিটিশ ও জার্মান রোমান্টিক জাগরণের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আভিধানিক অর্থে প্রাচ্য বা ওরিয়েন্ট নিয়ে যা কিছু গবেষণা তাই হলো ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ। এর মধ্যে আছে নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা। আজ ইন্টারনেট কথাটা সর্বত্র প্রায় সবার মুখে মুখে শোনা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা জানতে হলে চোখ ফেরাতে হবে পেছনে সেই ষাটের দশকে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো রুশ-মার্কিন ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে। যুদ্ধ করতে গেলে লেটেস্ট খবর হাতের কাছে চাই। কিন্তু সব খবর জড়ো করতে তো সময় লেগে যায়। আবার যে সব খবর এক জায়গায় জড়ো হয়েছে সেই কম্পিউটারটাই যদি ধ্বংস করে ফেলে তাহলে উপায় কী হবে? এই নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন বিজ্ঞানীরা। এমনি নানা জ্ঞান ও চিন্তা যখন প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে বিকশিত হয়ে উঠছে সেই মুহূর্তে কারো পক্ষেই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় নেই। এসব আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমাদেরও পরিচিত হয়ে উঠতে হবে।

সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠা দরকার। সংস্কারমুক্ত মন ও বিজ্ঞান দৃষ্টিও আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা সবচাইতে বেশি। আধুনিক শিক্ষার জন্য যেমন চাই আধুনিক মন তেমনি আধুনিক মনের জন্যও প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষা। সাক্ষরতা বৃদ্ধির এই ধারায় আমাদের শিক্ষার উন্নতির বিষয়টিকে যুক্ত করে আমরা যদি বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠতে পারি, তাহলে সার্বিকভাবে তা আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। শিক্ষার প্রতি লোকে অধিক সচেতন ও আগ্রহী হয়ে উঠছে, এটি সকলের জন্যই আশার কথা। ❑